গাংনীতে “শহীদ আবু সাঈদ স্টেডিয়াম” স্থাপন

এবার আড়ম্বর পরিবেশে গাংনী উপজেলার খড়মপুর গ্রামে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে নিহত শহীদ আবু সাঈদের নামে প্রতিষ্ঠিত হলো “শহীদ আবু সাঈদ স্টেডিয়াম”।

আজ বুধবার (১৬ অক্টোবর) দুপুরে শহীদ আবু সাঈদ স্টেডিয়াম উদ্বোধন উপলক্ষে গ্রামবাসি আয়োজন করে আলোচনা সভা ও মিলাদ মাহফিল শেষে দুপুরের ভোজ।

ধানখালো ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামানের সভাপতিত্ব উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। তিনি স্টেডিয়ামেরও স্টেডিয়ামের উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

সাবেক ছাত্রনেতা হাবিবুর রহমান কাজলের সঞ্চালনায় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ধানখালো ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ফিরোজ আলী, মেহেরপুর জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী, স্থানীয় বিএনপি নেতা ও সমাজসেবক নুরুল ইসলাম মিয়া, খড়মপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাইদুল ইসলাম, ভাটপাড়া (কসবা) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসানুজ্জামান লুডু, গাংনী উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আব্দুল মালেক চপল বিশ্বাস, ধানখোলা ইউনিয়ন বিএনপির (ক ইউনিট) এর সভাপতি মোস্তাক হোসেন, বিএনপি নেতা বুলবুল আহমেদ, লুৎফুন্নেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক লাল্টু মিয়া, যুবদল নেতা এনামুল হক, টোকন আলী প্রমুখ। আলোচনার আগে মিলাদ মাহফিল ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। পরে স্থানীয় দুটি টিমের মধ্যে ফুটবল, জার্সি বিতরণ ও প্রিতী ম্যাচের আয়োজন করা হয়।

প্রিতী ম্যাচের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী, গাংনী উপজেলা যুবদলের সভাপতি চপল হোসেন, স্থানীয় সমাজ সেবক ও বিএনপি নেতা নুরুল ইসলাম।

এসময় বিএনপি নেতা সমাজসেবক নুরুল ইসলাম শহীদ আবু সাঈদ স্টেডিয়ামের প্রাথমিক কার্যক্রমের জন্য নগদ ৫ হাজার টাকা অনুদান দেন ও পরে আরও ১০ হাজার টাকা দেওয়ার ঘোষণা দেন।

উল্লেখ্য, খড়মপুর মাঠের মধ্যে প্রায় দুই একর সরকারি খাঁস জমি স্থানীয় কিছু ব্যক্তি সরকারের কাছ থেকে নামমাত্র লিজ নিয়ে এতদিন দখলে রেখেছিলেন। সাম্প্রতিক সময়ে এলাকার লোকজন জমিটি উদ্ধার করে খেলার মাঠ তৈরীর ঘোষণা দেন। মাঠটিকে সকলের মতামত নিয়ে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় রংপুরে পুলিশের গুলিতে নিহত শহীদ আবু সাঈদের নামে এই মাঠটির নামকরন করা হয়।

৭ মার্চ, ১৫ আগস্টসহ জাতীয় আট দিবস বাতিলের সিদ্ধান্ত

জাতীয় শোক, শিশু ও ঐতিহাসিক ৭ মার্চসহ আটটি দিবস বাতিল করছে অন্তর্বর্তী সরকার। গত সেপ্টেম্বর মাসে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে সরকার এসব জাতীয় দিবস বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

গত ৭ অক্টোবর তৎকালীন মন্ত্রিপরিষদসচিব মাহবুব হোসেন স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বলেন, আটটি জাতীয় দিবস বাতিল করা সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে অনুমোদিত হয়েছে। শিগগিরই এসব দিবস বাতিল করে পরিপত্র জারি করবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, বাতিল হওয়া আটটি দিবসের মধ্যে পাঁচটিই শেখ হাসিনার পরিবারের সদস্যদের জন্ম ও মৃত্যু সংক্রান্ত। এর মধ্যে ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম দিবস ও জাতীয় শিশু দিবস, ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার ভাই শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের জন্মবার্ষিকী, ৮ আগস্ট শেখ হাসিনার মা বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকী, ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস, ১৮ অক্টোবর শেখ

হাসিনার ছোট ভাই শেখ রাসেল দিবস।

এ ছাড়া বাতিলের তালিকায় রয়েছে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ, ৪ নভেম্বর জাতীয় সংবিধান দিবস, ১২ ডিসেম্বর স্মার্ট বাংলাদেশ দিবস।

জানা যায়, ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর ইউনেসকো ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণকে বৈশ্বিক দলিল হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এরপর শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ১৯৭১ সালের ৭ মার্চে প্রদত্ত ভাষণের দিনটিকে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ দিবস হিসেবে ঘোষণা করে আওয়ামী লীগ সরকার। দিবসটিকে ‘ক’ শ্রেণিভুক্ত হিসেবে ঘোষণা করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ২০২০ সালের ১৫ অক্টোবর পরিপত্র জারি করে।

এরপর কয়েক কোটি টাকা ব্যয়ে ৭ মার্চের একাধিক অনুষ্ঠান জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালন করা হয়। ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর গণপরিষদে বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হয়। ওই বছর ১৬ ডিসেম্বর বা বিজয় দিবস থেকে তা কার্যকর হয়। ২০২২ সালের ৪ নভেম্বর দেশে প্রথমবারের মতো জাতীয় সংবিধান দিবস পালিত হয়। ডিজিটাল বাংলাদেশের ইশতেহারকে স্মরণীয় করে রাখতে ২০১৭ সালের ১২ ডিসেম্বর প্রথমবারের মতো জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দিবস পালন করে শেখ হাসিনার সরকার।

পরের বছর দিবসটির নাম পরিবর্তন করে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস করা হয়। ২০২৩ সালে তা ‘খ’ শ্রেণিভুক্ত হিসেবে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ দিবস’ হিসেবে উদযাপন করা হয়।

সূত্র: কালের কণ্ঠ

মেহেরপুরে গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া

প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী ও

সমাপনি

মেহেরপুরে ৫১তম জাতীয় স্কুল মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা গ্রীষ্ম কালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৪ উপলক্ষে দাবা, কাবাডি ও সাঁতারের উদ্বোধনী ও সমাপনি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার (১৬ই অক্টোবর) সকাল ১০টার সময় জাতীয় স্কুল মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে মেহেরপুর জেলা স্টেডিয়ামে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ আব্বাস উদ্দীনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার নাসরিন সুলতানা, সরকারি কমিশনার আবির আনসারী, মেহেরপুর আদর্শ মাধ্যমিক শিক্ষাক পরিষদের সভাপতি জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার, মেহেরপুর জেলা শিক্ষাক সমিতির সভাপতি ইসরাইল হোসেন, জেলা শিক্ষা অফিসের গবেষক কর্মকর্তা আখতারুজ্জামান, জেলা শিক্ষা অফিসের সহকারী পরিদর্শক ওয়াসীম আকরাম, মেহেরপুর সদর উপজেলা একাডেমি সুপারভাইজার আনারুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা একাডেমি সুপারভাইজার হসনাইন করিম, মেহেরপুর সরকারি বালিকা বিদ্যালযয়ের প্রধান শিক্ষক ফজলুল হক প্রমুখ।

মেহেরপুরে সদর উপজেলা জামায়াতের কর্মীদের শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত

“পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন” মেহেরপুর জামায়াত ইসলামী সদর উপজেলা শাখা কর্মীদের দিনব্যাপী শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার (১৬ই অক্টোবর) সকাল ৯টার সময় কলেজ পাড়া ট্রাস্ট

মসজিদে এ কর্মী শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর সদর উপজেলা জামায়াত ইসলামীর সেক্রেটারি মোঃ সোহেল রানা সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যশোর কুষ্টিয়া অঞ্চল টিম সদস্য আব্দুল মতিন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা তাজ উদ্দিন খান, মেহেরপুর সদর উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মোঃ জাব্বারুল ইসলাম (মাস্টার), পৌর আমির সোহেল রানা ডলার।

এ ছাড়াও আরো উপস্থিত ছিলেন তারবিয়েত সেক্রেটারি মিয়ারুল ইসলাম, উপজেলা ইউনিট সদস্য হাবিবুর রহমান, উপজেলা বায়তুল মাল সম্পাদক মহাসিন আলী, শ্যামপুর ইউনিয়ন আমির মাওলানা মফিজুল ইসলাম, আমঝুপি ইউনিয়ন আমির আলমগীর হোসেন তানসেন।

মেহেরপুরে লাগামহীন সবজি বাজার

সবজিভান্ডার খ্যাত মেহেরপুরের সবজি যায় সারা দেশে। অথচ, সেই জেলার সবজির বাজারে এখন আগুন। সপ্তাহের ব্যবধানে কাঁচা মরিচ বিক্রি হচ্ছে ৫০০ টাকা কেজি। সবজি বাজারে গিয়ে নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত সবারই অবস্থা এখন নাজেহাল।

সপ্তাহের ব্যবধানে লাগামহীনভাবে দাম বাড়ার কারণে স্বস্তি ফিরছে না কিছুতেই। কাঁচাবাজার নিয়ে এমনটাই অভিযোগ ভোক্তাদের। বাজার মনিটরিং না থাকার কারনে সবজির বাজার অস্থির বলে মনে করছেন ক্রেতারা। বাজার মনিটরিং এর জোর দাবি জানান ভোক্তারা।

সাপ্তাহিক হাটের দিনে গতকাল মঙ্গলবার (১৫ অক্টোবর) সকালে গাংনী সবজি বাজার ও গত সোমবার গাঁড়ডোব পুড়াপাড়া সাপ্তাহিক হাট, মেহেরপুর শহরের কাঁচাবাজারসহ বেশ কয়েকটি বাজার ঘুরে এ চিত্র দেখা যায়।

বাজারে মানভেদে প্রতি কেজি গোল বেগুন ১২০ টাকা, লম্বা বেগুন ১০০ টাকা, করলা ৮০ টাকা, ঢেঁড়শ ৬০ টাকা, মুলা ৭০, পটোল ৭০ টাকায়

বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া প্রতি কেজি পেঁপে ৩০ টাকা, কচুর মুখী ৭০, টমেটো ১৬০, শিম ২০০ ও শসা বিক্রি হচ্ছে ৫০ টাকায়।

প্রতি কেজি আলু বিক্রি হচ্ছে ৫৫-৬০ টাকায়, প্রতি পিস লাউয়ের জন্য গুনতে হচ্ছে ৫০ টাকা। এদিকে পেঁয়াজ প্রতি কেজি ১১০ টাকা, রসুন ২৪০ টাকা, কলা (ইরি) ৩০ টাকা, কাঁচ কলা ৮০ টাকা, পেঁপে ৩০ টাকা, লতি (প্রতি আটি) ৮০ টাকা, কুমড়ার জালি (প্রতি পিচ) ৫০ টাকা, বরবটি প্রতি কেজি ১০০ টাকা, ঢেঁড়স ৭০, ঝিঙা ৬০ টাকা, ওল ৮০ টাকা, শসা ৪০ টাকা, মাটির নিচের আলু (হরিনপেয়ি) ২০০ টাকা, মাটির নিচের আলু (তিনপাতা) ৮০ টাকা, জলপাই ৬০ টাকা, ধুন্দল ৪০ টাকা, মিষ্টি কুমড়া ৫০ টাকা, বাঁধাকপি ৪০ টাকা, ফুলকপি ১০০ টাকা, আদা ৩৪০ টাকা, করল্লা ৬০ টাকা।

এছাড়া লালশাকের আঁটি ২০ টাকা, প্রতি কেজি পুঁইশাক ৩০ টাকা, লাউশাক (প্রতি আটি) ৩০ টাকা, মুলাশাক (প্রতি আটি) ৩০ টাকা, ডাটাশাক (প্রতি আটি) ৩০ টাকা, কলমিশাক (প্রতি আটি) ১০-১৫ টাকা ও পালংশাক ৩০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

গাঁড়াডোব পুড়াপাড়া বাজারের সবজি ব্যবসায়ী মোয়াজ্জেম হোসেন জানান, টানা বৃষ্টির কারণে মাঠকে মাঠ সবজি নষ্ট হয়ে গেছে। যে কারণে, গত ১৫ দিন যাবৎ সবজির এই দাম বৃদ্ধি হয়েছে। তবে, এখন থেকে কমতে শুরু েকেরছে।

মেহেরপুর শহরের বড় বাজারের সবজি ব্যবসায়ী আব্দুস সালাম ও জুলহাস হোসেন জানান, স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত সবজির দাম হঠাৎ করে ফড়িয়া আড়তদাররা বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাই বাজারে সবজি বিক্রি কমে গেছে।

নিত্যপণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত বাজার মনিটরিংয়ের দাবি ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই। ক্রেতারা বলছেন, নিয়মিত বাজার মনিটরিং করা হয় না। এতে বিক্রেতারা ইচ্ছেমতো দাম বাড়ানোর সুযোগ পান।

আর বিক্রেতারা বলছেন, কিছু অসাধু ব্যবসায়ী ইচ্ছেমতো দাম বাড়াচ্ছে। বাজারে নিয়মিত অভিযান চালালে অসাধুদের দৌরাত্ম্য কমবে।

গাংনী উপজেলার সবজি গ্রাম সাহারবাটির সবজি চাষি মহিবুল ইসলাম, কামাল হোসেনসহ বেশ কয়েকজন চাষি জানান, এবার ১০ বিঘা, ৫ বিঘা ৩ বিঘা জমিতে কাঁচা মরিচ চাষ করেছেন। ঢাকা, চিটাগাং, খুলনাসহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ব্যবসায়ীরা এখানে এসে ট্রাক বোঝায় করে সাড়ে

৩০০ থেকে সাড়ে ৩০০ টাকা কেজি দরে জমি থেকে কাঁচা মরিচ পাইকারি কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। এবার কাঁচা মরিচ উৎপাদন করে লাভবান হয়েছেন এলাকার চাষিরা। কিন্তু বাজারে এর দাম আকাশচুম্বী হওয়ায় কৃষকের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি লাভবান হচ্ছেন মধ্যস্বত্বভোগী ফড়িয়া আড়তদারেরা।

মেহেরপুর বড় বাজারের আড়তদার আবুল বাশার খোকন বলেন, ‘মাঠ থেকে কাঁচা মরিচসহ অন্যান্য সবজি বাইরের ব্যবসায়ীরা কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। তাই মাঠের ঝাল বাজারে এসে আরও ঝাঁজালো হচ্ছে। সবজির চাহিদা থাকায় এবার কৃষক ও ব্যবসায়ী উভয়ই লাভবান হচ্ছেন।’

মেহেরপুর তহবাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি আবু হানিফ জানান, টানা অতিবৃষ্টির কারণে এবার জেলার বিস্তির্ণ সবজি ফসল নষ্ট হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানেও সাম্প্রতিক বন্যা অতিবৃষ্টির কারণে অন্যান্য ফসলসহ সবজি নষ্ট হয়েছে। ফলে আমাদের জেলার সবজির ওপর বাইরের চাপ বেড়েছে। বর্তমান বাজারে বাইরের ক্রেতাদের সংখ্যাও অনেক বেশি। তারা সরাসরি মাঠ থেকে সবজি কিনে ট্রাকে করে রাজধানীসহ বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যাচ্ছেন। প্রতিদিন ৩৫-৪৫ ট্রাক সবজি সারা দেশে বিক্রির উদ্দেশ্যে চলে যায়। যে কারণে স্থানীয় বাজারেও সবজির দাম বেড়েছে।

মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক বিজয় কৃষ্ণ হালদার জানান, মেহেরপুর জেলা সবজিখ্যাত। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও কৃষকরা সবজি চাষ করেছেন। সাম্প্রতিক টানা বর্ষণে সবজি খ্যাত কিছুটা নষ্ট হলেও উৎপাদন খুব একটা খারাপ হয়নি। এবার চাষিরা তাদের উৎপাদিত সবজি ফসলের ন্যায্যমূল্য পাচ্ছেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে বর্ষায় প্লাবিত হয়ে সবজি খেত নষ্ট হয়ে যাওয়ায় মেহেরপুরের সবজির দাম ঢাকার সমান হয়ে গেছে। এবার সাড়ে ৪ হাজার ২৪১ হেক্টর জমিতে সবজির চাষ হয়েছে এবং ফলনও খুব ভালো হয়েছে। তবে বাজার ব্যবস্থাপনার সুষ্ঠু বণ্টন করতে পারলে সবজিসহ সব পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ বলেন, সবজি বাজার নিয়ন্ত্রণে ইতোমধ্যে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এডিসি সার্বিক) কে আহবায়ক করে টাস্কফোর্স গঠণ করা হয়েছে। যেখানে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর রয়েছে। বাজার মনিটারিং কমিটি বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে ইতোমধ্যে অভিযান শুরু করেছেন। আমরা আশা করছি দ্রুতই সব জিনিসের দাম সহনশীল পর্যায়ে পৌছাবে।

মেহেরপুরে ভোক্তার অভিযান, গ্যাসের দোকানে জরিমানা

খোলা বাজারে গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রির ভাউচার না দেওয়ার অপরাধে মেহেরপুর শহরে ২ প্রতিষ্ঠান মালিকের নিকট থেকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের ভ্রাম্যমান অভিযান।

আজ মঙ্গলবার (১৫ অক্টোবর) বিকালে শহরের কাঁসারি বাজার এবং বড়বাজার এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়।

মেহেরপুর জেলা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সরকারি পরিচালক সজল আহমেদ এই অভিযান পরিচালনা করেন।

তিনি জানান, শহরের কাঁসারি বাজার এলাকার সবুজ এবং বড়বাজার এলাকার আগরওয়ালার গ্যাসের দোকানে অভিযান চালানো হয়। এসময় বিক্রেতার কাছে গ্যাস বিক্রির ভাউচার না দেওয়ার অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪৫ ধারায় সবুজের নিকট থেকে ১৫ হাজার টাকা এবং আগরওয়ালার ৫ হাজার টাকা সহ ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়া এসময় নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দোকান, সবজি, মাছ মাংসসহ বিভিন্ন দোকানে সতর্কতাসুলক লিফলেট বিতরণ ও সাধারণ ব্যবসায়ীদের আইন মেনে সতর্কতার সাথে ব্যবসা করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

মেহেরপুরে পেশাজীবী মোটর

চালকদের দক্ষতা উন্নয়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ

মেহেরপুরে পেশাজীবী মোটর চালকদের পেশাগত দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (১৫ অক্টোবর) সকাল দশটায় মেহেরপুর ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর সম্মেলন কক্ষে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ৮৫ জন প্রশিক্ষনার্থীদের নিয়ে দিন ব্যাপী এ প্রশিক্ষন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর বিআরটিএ’র আয়োজনে বিআরটিএ’র সহকারী পরিচালক (ইঞ্জিঃ) জাহাঙ্গীর আলম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মেহেরপুর সিভিল সার্জন দপ্তরের মেডিকেল অফিসার ডাঃ ইনজামাম উল হক, মেহেরপুর জেলা পুলিশের ট্রাফিক ইন্সপেক্টর ইসমাইল হোসেন, মেহেরপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি)’র ইন্সট্রাক্টর (ড্রাইভিং) ফারুক হোসেন, মোটর ভেহিকেল ইন্সপেক্টর জিয়াউর রহমান প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

চালকদের পেশাগত দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সড়কে নিরাপত্তা, গাড়ি চালকদের পেশাগত স্বাস্থ্য সমস্যা এবং গাড়ি চালানো কালীন ঝুঁকি মোকাবেলা, পরিবহন আইনে উল্লেখিত বিভিন্ন অপরাধের শাস্তির ধারা সমূহ, ট্রাফিক সাইন এন্ড সিগন্যাল, লেন বিধি মেনে চলার বাধ্যবাধকতা এবং সড়কে নিরাপদে মোটরযান চালানো, গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ ও যন্ত্রাংশ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা, ড্রাইভিং লাইসেন্স সম্পর্কিত বিধানাবলী ইত্যাদি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। পরে এক প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষে চালকদের মাঠ পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

জাতীয় দলের কোচ হাথুরুসিংহে বরখাস্ত,নতুন কোচ সিমন্স

দেশের ক্ষমতার পটপরিবর্তনের পর চাকরি ঝুলে গিয়েছিল টাইগার হেড কোচ চন্ডিকা হাথুরুসিংহের। বিসিবি সভাপতি হিসেবে নাজমুল হাসান পাপনের স্থলাভিষিক্ত হওয়া ফারুক আহমেদ নিজের প্রথম সংবাদ সম্মেলনেই জানিয়েছিলেন হাথুরুর বিকল্প কোচ খোঁজার কথা। যদিও পাকিস্তান সিরিজে অবিশ্বাস্য ফল এবং পরপরই ভারতের মাটিতে সিরিজ। সব মিলিয়ে হাথুরু অধ্যায় অনেকটা চাপা পড়ে গিয়েছিল।

মঙ্গলবার (১৫ অক্টোবর) মিরপুরে সংবাদ সম্মেলনে ফারুক বলেছেন, ‘বরখাস্ত করার আগে আমরা তাকে নিয়ম মেনে শোকজ নোটিশ করেছি। ৪৮ ঘণ্টার জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে তাকে। এরপর আমরা বরখাস্ত করব। চ্যাম্পিয়নস ট্রফি পর্যন্ত কোচ ফিল সিমন্স।’

২০১৪ সালের জুন থেকে ২০১৭ সালের অক্টোবর পর্যন্ত প্রথম মেয়াদে বাংলাদেশ জাতীয় দলের হেড কোচ ছিলেন চন্ডিকা হাথুরুসিংহে। কিন্তু সেবার চুক্তির মাঝপথে হাথুরুসিংহে অনেকটা আকস্মিকভাবে বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যান। সেই সময়ে আলোচনা ওঠে, কোনও ক্রিকেটার বা বোর্ড কর্তার সঙ্গে খারাপ সম্পর্কের কারণেই হয়ত দেশ ছাড়েন তিনি। যদিও অনেক পরে এসে জানান, শ্রীলঙ্কার কোচ হওয়ার কারণেই সেই সময়ে বাংলাদেশের দায়িত্ব ছাড়েন তিনি।

২০২৩ সালে দ্বিতীয় মেয়াদে বাংলাদেশের কোচ হয়ে আসেন শ্রীলঙ্কার কোচ চন্ডিকা হাথুরুসিংহে। ৩৫ হাজার ডলারে তার সঙ্গে চুক্তি করা হয়েছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে। যে চুক্তির মেয়াদ ছিল ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। তবে চুক্তি অনুযায়ী মেয়াদ পূরণ না করে এবারও বরখাস্ত করা হলো হাথুরুসিংহেকে।

সূত্র: ইত্তেফাক

মেহেরপুরে র্যাবের অভিযানে সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেফতার

প্রতারণাসহ পৃথক দু’টি মামলায় ২৪ মাসের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি আনিছুর রহমান ওরফে রিপন (৪৫)কে গ্রেফতার করেছে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) ক্রাইম প্রিভেনশন কোম্পানী(সিপিসি) মেহেরপুর ক্যাম্প।

আজ মঙ্গলবার (১৫ অক্টোবর) দুপুরের দিকে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) সিপিসি মেহেরপুরের ক্যাম্প কমান্ডার সহকারি পুলিশ সুপার এনামুল হকের নেতৃত্বে র্যাবের একটি টিম কুষ্টিয়া শহরের কাঠিপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃত আনিছুর রহমান ওরফে রিপন মেহেরপুর শহরের ১ নং ওয়ার্ড হোটেল বাজার এলাকার মৃত আব্দুল বারীর ছেলে।

র্যাব-১২, সিপিসি মেহেরপুর ক্যাম্প কমান্ডার সহকারি পুলিশ সুপার এনামুল হক আজ মঙ্গলবার (১৫ অক্টোবর) দুপুরে স্থানীয় সাংবাদিকদের প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেফতারকৃত আনিছুর রহমান ওরফে রিপনের নামে সিআর মামলা নং ৪২৫/২০২০ (মেহেরপুর) এসসি ৪৩/২১, ও সিআর মামলা নং ৮৭/২০২০ (মেহেরপুর) জিআর মামলা নং ১৭৯/২১ ইং।

আদালতের বিজ্ঞ বিচারক সিআর (মেহেরপুর) নং ৪২৫/২০২০, এসসি নং ৪৩/২১ মামলায় এক বছর বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং ১০ লাখ টাকা অর্থদন্ড এবং সিআর (মেহেরপুর) নং ৮৭/২০২০ এ মামলায় এক বছর ৪ মাস সশ্রম কারাদন্ড ও ৫ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত করেন। সে সময় আসামি আসামী আনিছুর রহমান ওরফে রিপন আদালতের অনুপস্থিত ছিলেন। এরপর থেকেই সাজা পরোয়ানাভূক্ত হয়ে সে পলাতক জীবন যাপন করছিলেন। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে র্যাবের একটি দল অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃত আসামী আনিছুর রহমান ওরফে রিপনের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য মেহেরপুর সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

মেহেরপুরে বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস উদযাপন

“স্বাস্থ্য সুরক্ষায় পরিষ্কার হাত সর্বদা গুরুত্বপূর্ণ” এই প্রতিপাদ্যে মেহেরপুরে বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস ২০২৪ উদযাপন করা হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি, হাত ধোয়া প্রদর্শন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জেলা প্রশাসক ও জেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে আজ মঙ্গলবার (১৫ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে জেলা প্রশাসক কার্যালয় চত্বর থেকে এক বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পুনরায় একইস্থানে এসে শেষ হয়।

র্যালি শেষে জনসাধারণ ও পথচারীদের হাত ধোয়াতে উদ্বুদ্ধ করতে হাত ধোয়ার কৌশল প্রদর্শন করা হয়। পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মোসলেহ উদ্দিনের সভাপতিত্বে আলোচনা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ।

এ ছাড়াও এসময় পুলিশ পরিদর্শক আবুল আমিল, প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার রুহুল আমিন, পৌর ভূমি অফিসার গাজী মহিউদ্দিন, জেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী মোহাম্মদ মোসলেহ উদ্দিন, সহকারী প্রকৌশলী মোঃ মাহফুজুর রহমান, উপ সহকারী প্রকৌশলী ওয়াহেদ হাসান প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।